গৃহ ব্যবস্থাপক

ইউনিট ২

ভূমিকা

পরিবার নামক আদি ও অকৃত্রিম সংগঠনটি যিনি পরিচালনা করেন তিনিই গৃহ ব্যবস্থাপক। তাকে গৃহের প্রশাসকও বলা চলে। সমাজ ব্যবস্থার একক হচ্ছে পরিবার। কাজেই পরিবারের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে হিসেবে গৃহ ব্যবস্থাপকের যোগ্যতা, দক্ষতা, সক্ষমতা, শিক্ষা, নৈতিকতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি একটি পরিবারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আর ব্যবস্থাপক হিসেবে তাকে কিছু বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। এ ইউনিটে গৃহ ব্যবস্থাপকের গৃণাবলি, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ২.১ : গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি
পাঠ- ২.২ : গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
পাঠ- ২.৩ : গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

পাঠ-২.১ গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গৃহ ব্যবস্থাপকের কাঙ্খিত গুণাবলি উল্লেখ করতে পারবেন;
- পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনে গৃহব্যবস্থাপকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিবার নামক সংগঠনের প্রধান হচ্ছেন গৃহ ব্যবস্থাপক। তিনি পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনা করেন। পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করতে তিনি সচেষ্ট থাকেন। গৃহের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য একজন গৃহ ব্যবস্থাপক পরিবারের সদস্যদের চাহিদা ও ইচ্ছা অনুযায়ী পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা মাফিক কাজগুলো সকলের মাঝে বণ্টন করেন ও তা সম্পাদনে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করেন। একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের কিছু গুণাবলি থাকা অবশ্যক। নিচে এ গুণাবলিসমূহ বর্ণনা করা হলো–

১। **বুদ্ধিমত্তা:** গৃহ ব্যবস্থাপক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সমস্যা চিহ্নিত করে, পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় এবং পরিস্থিতির মোকাবেলা করে। পরিবারের সব সদস্যের ইচ্ছা পূরণ করা, সব ধরনের কাজ যেমন- সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গৃহে স্বাস্থ্যকর ও সৌন্দর্যপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা, প্রতিটি সদস্যের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা- সবই বুদ্ধিমত্তা দিয়ে করতে হয়। গৃহের প্রতিটি লক্ষ্য অর্জন ও স্বপ্ন পূরণে সম্পদের সুষম বণ্টনের কাজটিও ব্যবস্থাপক বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সম্পন্ন করেন।

২। **উৎসাহ ও উদ্যোগ:** পরিবারের সব কাজকে গুরুত্ব দিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা ও উৎসাহের সাথে পরিচালনা করা ব্যবস্থাপকের একটি অন্যতম গুণ। তার এ বৈশিষ্ট্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাজে আগ্রহী করে তোলে ও গৃহে কর্মচঞ্চল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এর ফলে কাজকে পরিশ্রম নয় বরং আনন্দদায়ক বলে মনে হয়।

৩। **বিচারশক্তি:** পরিবারের লক্ষ্য ও পছন্দ অনুযায়ী কাজগুলো হচ্ছে কিনা, সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি আছে কিনা, কারো সাথে কোনো অন্যায় হচ্ছে কিনা, এসব প্রশ্নের সঠিক সমাধান দেবার জন্য একজন ব্যবস্থাপকের বিচার শক্তি প্রয়োজন। সদস্যদের কাজ ভাগ করার সময় তাকে কোন কাজটি দিলে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে তা দেখা, কাজের গুরুত্ব নির্ধারণ করে কোন কাজটি জরুরি তা আগে করা, এসবই ব্যবস্থাপক তার বিচারশক্তি দিয়ে সম্পন্ন করবেন।

৪। **সৃজনশীল ক্ষমতা:** গৃহ ব্যবস্থাপকের সৃজনশীলতা তার গৃহের পরিবেশকে নতুনত্ব দেয় ও আকর্ষণীয় করে তোলে। সৃজনীক্ষমতা দিয়ে খুব সহজেই কাজের পরিকল্পনা করা যায়। আবার পরিস্থিতির প্রয়োজনে কোনো পরিকল্পনার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে তাও নতুন ধারণা দিয়ে করা যায়। যেমন- গৃহ নির্মাণের সময় স্থপতির নকশার সাথে নিজস্ব জ্ঞান প্রয়োগ করে নকশায় নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য আনা যায়।

৫। **দূরদর্শিতা:** একজন দূরদর্শী গৃহ ব্যবস্থাপক বর্তমানে বসে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করে। পরিবারের জীবনচক্রের প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে তার জ্ঞান লাভ করতে হয়। যেমন- প্রারম্ভিক পরিবারের সঞ্চয়, জীবনের শেষ ধাপে বিরাট সহায় হয়ে থাকে। এছাড়া জীবনের প্রতিটি ধাপে অর্থাৎ সন্তান লালন-পালন, তাদের লেখাপড়া, পেশা নির্বাচন, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে গৃহ ব্যবস্থাপককে দূরদর্শী হতে হয়।

৬। **অধ্যাবসায়:** কোনো কাজে সফলতা পেতে হলে বার বার চেষ্টা করে ধৈর্য নিয়ে তা অর্জন করার নাম অধ্যবসায়। পরিবার এমন একটি স্থান যেখানে গৃহ ব্যবস্থাপককে প্রতিটি সদস্য ও পরিস্থিতিকে অধ্যবসায়ের সাথে মোকাবেলা করতে হয়। বিশেষ করে শিশু পরিচালনা এবং বয়স্ক সদস্যদের সেবা-শুশ্রুষার জন্য চরম ধৈর্যের প্রয়োজন। পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্খিত বা অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি আসতে পারে। প্রতিটি অবস্থায় স্থির, অবিচল থেকে গৃহ ব্যবস্থাপককে চরম অধ্যবসায়ীর পরিচয় দিতে হয়। পরিবারের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ধৈর্য ও সহনশীলতার মনোভাব থাকতে হয়। তার এই গুণ, পবিারের অন্যান্য সদস্যদের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে আগ্রহী করে তোলে।

৭। **আত্মসংযমঃ** আত্মসংযম মানে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। পরিবারে যে কোনো আকস্মিক পরিস্থিতি বা সংকটে গৃহ ব্যবস্থাপক সংযমী হয়ে সকলকে সঠিক পথ দেখাবেন। নিজের আবেগ বা রাগকে প্রকাশ না করে পরিবারে সবার মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কোনো কারণে নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে বা যোগাযোগে শূন্যতা ঘটলে দ্রুত তার অবসান ঘটাতে হবে। আত্মসংযমী মানসিকতা আজীবন পরিবারকে সুখে-শান্তিতে রাখতে পারে।

৮। **ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতা সম্বন্ধে ধারণাঃ** মানুষের চারিত্রিক গুণাবলি যেমন- স্বাভাব, চাল-চলন, রুচি, পছন্দ-অপছন্দ, মেজাজ ইত্যাদির সম্মিলিত রূপই হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতার কারণে একজন ব্যক্তি অন্যজন থেকে আলাদা হয়। গৃহ ব্যবস্থাপককে তার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের এ বৈশিষ্ট্যগুলো খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। ফলে তিনি সদস্যদের মধ্যে কর্ম বণ্টন, সৃষ্ট সমস্যার সমাধান এবং সবার পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রেখে পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে পারেন। যার জন্য যেটি প্রযোজ্য অর্থাৎ ছোটদের আদর দিয়ে বা শাসন করে বড়দের সম্মান করে বা আলোচনার মাধ্যমে কাজ আদায় করতে হয়।

৯। **খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাঃ** সব ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতাকে খাপ-খাওয়ানোর ক্ষমতা বলে। গৃহ ব্যবস্থাপকের খাপ-খাওয়ানোর ক্ষমতা পরিবারকে যে কোনো পরিবর্তন বা সংকট মোকাবেলায় সহায়তা করে। যেমন- কোনো দুর্ঘটনায় কেউ অসুস্থ হলে তাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। আবার চাকরিজনিত বদলি হলে কর্মস্থলে স্থানান্তর করা। এ ধরনের পরিস্থিতি সামলানোর জন্য গৃহ ব্যবস্থাপককে ধৈর্যের সাথে উপস্থিত বুদ্ধি খাটাতে হয়।

আলোচিত গুণাবলির সাথে গৃহ ব্যবস্থাপককে হতে হবে উদার, দক্ষ এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যিনি সুষ্ঠু গৃহ ব্যবস্থাপনায় সফল হবেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি বাস্তব উদাহরণসহ উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা বজায় রেখে লক্ষ্য অর্জনে সফলতার জন্য গৃহ ব্যবস্থাপককে কিছু গুণাবলি অর্জন করতে হয়। তাকে বুদ্ধিমান, বিচারশক্তি সম্পন্ন, সৃষ্টিশীল, দূরদর্শী, অধ্যবসায়ী, ধৈর্যশীল, উদ্যোমী মনোভাবাপন্ন হতে হবে। যে কোনো পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গৃহ ব্যবস্থাপকের মানসিক গুণাবলি বলতে কী বোঝায়?

ক) সুস্বাস্থ্য খ) বিচারশক্তি

গ) সাধারণ জ্ঞান ঘ) কাজ করার অভিজ্ঞতা

২। একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের আবশ্যিক গুণাবলি হলো–

i. দূরদর্শিতা

ii. আত্মসংযম

iii. খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.২ গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালনে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

দায়িত্ব হলো কোনো ব্যক্তির উপর অর্পিত কাজ। কর্তব্য হলো তার যা করা উচিত। পূর্ববর্তী পাঠে আলোচিত গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি তাকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম করে তোলে। গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন যেমন পরিবারকে সফলতার দিকে নিয়ে যায় তেমনি দায়িত্বে অবহেলাও পরিবারকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। তাই পরিবারে ছোট-বড়, সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি কাজই নিষ্ঠার সাথে গৃহ ব্যবস্থাপককেই পালন করতে হয়। পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব বণ্টন ও কাজ আদায় করাও তার কাজ।

গৃহ ব্যবস্থাপকের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হলো পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণ করা। এ জন্য পরিবারে বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রগুলো হলো- কোন কাজগুলো করতে হবে?, কেন করা হবে?, কাকে দিয়ে কোন কাজটি করানো হবে?, কোন পদ্ধতিতে করতে হবে?, কখন করতে হবে? ইত্যাদি।

নিচে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে গৃহ ব্যবস্থাপকের কয়েকটি দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করা হলো–

১। **পরিকল্পনা অনুযায়ী সুষ্ঠু কর্মবণ্টন করা:** বিভিন্ন বয়সের সদস্যদের নিয়ে পরিবার গঠিত হয়। পরিবারে তাদের ভূমিকাও বিভিন্ন রকমের হয়। কারণ পরিবারের কাজগুলোর ধরন এবং কাজ করার সময়ও আলাদা হয়। যেমন- দৈনিক কাজ খাবার রান্না ও পরিবেশন করা, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা, কাপড় ধোয়া ও গুছিয়ে রাখা, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করানো ইত্যাদি। সাপ্তাহিক কাজ- বাজার করা, লন্ড্রিতে কাপড় দেয়া, গাছের যত্ন করা ইত্যাদি। এসব কাজ পরিবারের সদস্যদের বয়স ও কর্মদক্ষতা অনুসারে পরিকল্পিতভাবে বণ্টন করা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব।

২। **কর্ম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা:** একজন সফল গৃহ ব্যবস্থাপক পরিবারের সদস্যদের কাজ করানোর পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করে থাকেন। যেমন- লেখাপড়ার জন্য নিরিবিলি পরিবেশ, পড়ার ঘরে আলমারিতে বই-খাতা রাখা, অপরিচ্ছন্ন কাপড় আলাদা রাখা, সেলাই এর সরঞ্জাম, পরিষ্কারক সরঞ্জাম (মপ, ঝাড়ু, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার), বাগানের সরঞ্জাম যথাস্থানে রাখা। তিনি একঘেয়েমী দূর করার জন্য কাজের মাঝে বিনোদনের ব্যবস্থা রাখতে পারেন। এতে কাজের আগ্রহ ও দক্ষতা বাড়ে এবং কাজের মান ভালো হয়।

৩। **পারিবারিক মূল্যবোধ অনুযায়ী গৃহসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা:** প্রতিটি পরিবারের একটি আর্থ-সামাজিক অবস্থান আছে। এ অবস্থান নির্ধারিত হয় মূল্যবোধ থেকে। মূল্যবোধ মানে সেটাই যা মানুষ হতে চায়, যার প্রতি আগ্রহ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। মূল্যবোধ পরিবারের লক্ষ্য স্থির করে; আর লক্ষ্য বাস্তবায়নে সম্পদ ব্যবহার হয়। গৃহ ব্যবস্থাপক তার জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেন। পরিবারে নির্ধারিত আয় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনা হয়। কেনাকাটা করার আগে তাকে আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনা করতে হয় যা পারিবারিক বাজেট নামে পরিচিত। সদস্যদের চাহিদাকে গুরুত্ব অনুসারে বাজেটে স্থান দিয়ে ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়। যেহেতু বাজেটে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পাশাপাশি সঞ্চয়ের খাত থাকে তাই পরিবারের সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে ওঠে।

৪। **নিরাপদ বসবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করা:** গৃহ হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। যেখানে প্রতিটি সদস্যের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা রক্ষা করা গৃহ ব্যবস্থাপকের কাজ। যেমন-

- সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা- অসুখ-বিসুখ বা দুর্ঘটনায় কবলিতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। বিপজ্জনক দ্রব্যাদি নিরাপদ স্থানে রাখা। অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রাখা।
- পণ্য সামগ্রীর নিরাপত্তা- মজবুত ও উচ্চমানসম্পন্ন আলমারি রাখা।
- পরিবেশ দূষণ রোধ করা- ময়লা আবর্জনা নির্ধারিত স্থানে ফেলা, পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা, বাড়ির আশেপাশে, বারান্দা ও ছাদে গাছ লাগানো।

৫। **পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সদ্ভাব বজায় রাখা:** একই পরিবারে একাধিক প্রজন্মের সদস্য বসবাস করেন। অর্থাৎ দাদা-দাদি, বাবা-মা ও ছেলে-মেয়ে। বয়সের পার্থক্যের কারণে তাদের মতের অমিল থাকতে পারে। আবার অন্য পরিবার থেকে আত্মীয়তার কারণে সদস্যদের আবির্ভাব ঘটে যেমন- পুত্রবধু, জামাতা ইত্যাদি। এদের সবার চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধ একরকম নাও হতে পারে। দক্ষ ব্যবস্থাপক তার বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে এদের সাথে নিজের ও একের সাথে অপরের মধ্যকার সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখেন।

৬। **পণ্য ক্রয় ও ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্ট করা:** যিনি পণ্য ক্রয় করেন ও ভোগ করেন তাকে এককথায় ভোক্তা বলে। আবার পণ্য ক্রয় না করে শুধু ভোগ করলেও তাকে ভোক্তা বলা যায়। পরিবারে সাধারণত গৃহ ব্যবস্থাপক পণ্য ক্রয় ও ভোগ দুটোই করেন। তার দায়িত্ব পরিবারের অন্য সদ্যদের মধ্যে যথাযথ ও সচেতন ভোগ-আচরণ গড়ে তোলা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নত আবিষ্কারের সুবিধাগুলো যাতে পরিবারের সদস্যরা ভোগ করতে পারে গৃহ ব্যবস্থাপককে তার ব্যবস্থা করতে হয়। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা পূরণে তাকে সজাগ থাকতে হবে। তার দায়িত্ব সবার জন্য সুষম খাবারের ব্যবস্থা করা। দৈনন্দিন ও আনুষ্ঠানিক পোশাক ক্রয়, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

৭। **সংস্কৃতিচর্চা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা:** পরিবারের সদস্যদের মাঝে দেশিয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির জন্য সংস্কৃতিচর্চার ব্যবস্থা করা ব্যবস্থাপকের কাজ। যেমন- পরিবারের ছেলেমেয়েদের গান, বাদ্যযন্ত্র, আবৃত্তি, বিতর্ক ইত্যাদি শেখানো, নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষা দেয়া। এর ফলে সদস্যরা পারিবারিক পরিবেশে সময় কাটায় যা পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণে সহায়তা করে।

গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালনে তাকে যেমন উদ্যোগী ও নিষ্ঠাবান হতে হয় তেমনি পরিবারের সদস্যদেরকেও তাকে যথাযথ সহযোগিতা করতে হয়। সহযোগিতা করার জন্য নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে ও গৃহ ব্যবস্থাপকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। ফলে গৃহ ব্যবস্থাপক তার দায়িত্ব পালন করে পরিবারের আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে এবং পরিবারে শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী পারিবারিক কাজ বণ্টন করুন।

সারাংশ

পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনে সুষ্ঠু গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব হলো গৃহ ব্যবস্থাপকের। তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে গৃহের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে কর্মবণ্টন ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো রাখা, গৃহসম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা, নিরাপদ বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি, ভোগ আচরণ গড়ে তোলা এবং নৈতিক বিকাশ ও সংস্কৃতির চর্চা করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব কোনটি?

ক) যথাসম্ভব নিজেই সব কাজ করা
খ) গৃহ সম্পদের ব্যবহার সীমিত রাখা
গ) পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সদ্ভাব বজায় রাখা
ঘ) স্বল্প মূল্যের পণ্য কেনা

২। গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো–

i. পরিবারের সদস্যদের জন্য গৃহে কাজ করার সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা
ii. বসবাসের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা
iii. গৃহে গান বাজনা বন্ধ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৩ গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পরিবার হলো সমাজের একক। অর্থাৎ এক একটি পরিবার একত্রিত হয়ে একটি সমাজ গঠন করে। সামাজিক রীতি নীতি ও মতাদর্শের ভিত্তিতে সামাজিক কাঠামোর সৃষ্টি হয়। এ কারণে একটি সমাজ থেকে অন্যটি আলাদা। সমাজে বসবাস করতে হলে তাই সামাজিক নিয়ম-কানুন ও মূল্যাবোধের শিক্ষা লাভ করে সেই সমাজের উপযোগী হতে হয়। একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হলো সামাজিক অনুশাসন ও রীতি-নীতিগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করা এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তার সফল অনুশীলন করা। কারণ পরিবারই সামাজিকতা শিক্ষার ভিত্তি।

পরিবারে গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। **সামাজিকীরকরণঃ** গৃহ ব্যবস্থাপককে পরিবারের সদস্যদের সামাজিক নিয়ম-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান শিক্ষা দিতে হবে। এ শিক্ষা গ্রহণের ফলে সদস্যরা পরিবারের বাইরে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে মেলামেশা করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং সবার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক হয়ে ওঠে।

২। **সামাজিক অবক্ষয় রোধে সচেতন করাঃ** ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দান, শিষ্টাচার, আদর্শ মূল্যবোধ শিক্ষা, পরমসহিষ্ণুতা, সংকটে ধৈর্যশীল হওয়া, পরোপোকার করা ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের নীতিবান করে তোলা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব। এসব গুণাবলি সমাজে অপরাধ প্রবণতা কমায় এবং সামাজিক অবক্ষয় রোধ করে। মাদকাসক্তি, কিশোর অপরাধ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক সহিংসতা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাগুলো পরিবার থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৩। **নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করাঃ** গৃহ ব্যবস্থাপক একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সমাজে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন। এ প্রসঙ্গে নিজে ও পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণে অভ্যস্ত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ যেমন- বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস, পহেলা বৈশাখ, নাগরিক অধিকার অর্জনে ভোট দান, আইন মেনে চলা যেমন- ঝগড়া-বিবাদ না করা, স্কুল-কলেজের নিয়ম শৃংখলা অনুসরণ করা, ট্রাফিক আইন মেনে চলা, প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনের বিপদে সাহায্য করা ইত্যাদি।

৪। **সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত করাঃ** গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব দেশ ও জাতির সংকট কালে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসা। এ ধরনের কর্মকান্ডে পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করাও তার দায়িত্ব। উদাহরণস্বরূপ, রেড ক্রিসেন্ট, গার্ল গাইড, রোটারি ক্লাব, লিও ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে নিজে ও পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, তীব্র-শীত ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের পাশে থেকে তাদের খাবার ও কাপড় বিতরণ করা, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।

৫। **সামাজিক সম্পদগুলোর সদ্ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করাঃ** গৃহ ব্যবস্থাপক সমাজের সদস্য হিসেবে কিছু নাগরিক সুবিধা ভোগ করেন। এ সুবিধাগুলো ভোগ করার জন্য সামাজিক সাম্পদের ব্যবহার করা হয়। যেমন- বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় উপাসনালয় ইত্যাদি। উল্লিখিত সুবিধাগুলো ভোগ করার পাশাপাশি এদের রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন করাও একজন সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব। পরিবারের সদস্যদের এ বিষয়ে অবগত করা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব। উদাহরণস্বরূপ- বিনা কারণে লাইট, ফ্যান না চালানো। কাজ হয়ে গেলে গ্যাসের চুলা বন্ধ করে দেয়া ইত্যাদি।

সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে গৃহ ব্যবস্থাপক নিজে দায়িত্বশীল হবে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সচেতন করে তুলবেন। পরিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালনে আগ্রহী করে সুনাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আপনার ভূমিকা উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

সমাজে সচেতন নাগরিক গঠন ও দায়িত্বশীল আচরণ অনুশীলনে গৃহ ব্যবস্থাপকের ভূমিকা রয়েছে। সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে নিজে পালন করা যেমন গৃহ ব্যস্থাপকের কাজ, তেমনি এ দায়িত্বসমূহ পালনে পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করাও তার কর্তব্য। সামাজিকীকরণ, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য পালন, সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করা, সামাজিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা - এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে তা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পরিবারকে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করা গৃহ ব্যবস্থাপকের কোন ধরনের দায়িত্ব?

ক) ব্যক্তিগত খ) সামাজিক

গ) অর্থনৈতিক ঘ) মানসিক

২। গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব হলো–

i. সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে পরিবারকে সম্পৃক্ত করা

ii. পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে মেলামেশা কমিয়ে দেয়া

iii. সামাজিক অবক্ষয় রোধে পরিবারকে সচেতন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দুটি ফুটফুটে কন্যা নিয়ে সজল ও সাথীর গোছানো সংসার। মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সাথী যথেষ্ট কঠোর। এ কারণে তিনি মেয়েদের আশেপাশের প্রতিবেশীদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছেন। বড় মেয়ে গার্ল গাইডে নাম দিতে চাইলে তিনি অনুমতি দেন নি।

ক) গৃহ ব্যবস্থাপক কারা?

খ) গৃহ ব্যবস্থাপকের কী কী গুণাবলি থাকা উচিত?

গ) উদ্দীপকের সাথী কোন কোন ধরনের দায়িত্ব পালনে সফল বা ব্যর্থ? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) গৃহ ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালনে সাথীর কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ : ১। খ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ : ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ : ১। খ ২। গ